wc‡KGmGd

নিউজলেটার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

fwjDgt 28, msL¨vt 8, gvP 2012 • cjøx Kg-mnvqK dvD‡Ðkb (wc‡KGmGd)-Gi GKwU ˆÎgwmK wbDR e‡jwUb

wk¶v Dbq‡b wc‡KGmGd: AwZ`wi` wk¶v_x‡`i Ôwk¶ve„wËÕ c`vb

mwP

উন্নয়নে নারীঃ পিকেএসএফ-এর ভূমিকা পৃষ্ঠা ৩
‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির সম্প্রসারণ পৃষ্ঠা ৪
পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন পৃষ্ঠা ৪
ভারতের ক্ষুদ্রবীমা খাত সংক্রান্ত সেমিনার পৃষ্ঠা ৭
ক্ষুদ্রবীমার চাহিদা ও বাজার পর্যালোচনা জরিপ পৃষ্ঠা ৭
FEDEC - এর গলদা চিংড়ির হ্যাচারি স্থাপন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ পৃষ্ঠা ৮
পিকেএসএফ স্বাক্ষরিত চুক্তি পৃষ্ঠা ৮
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাসফর পৃষ্ঠা ৯
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র পৃষ্ঠা ১০
পিকেএসএফ-এর নতুন সহযোগী সংস্থা পৃষ্ঠা ১১
পিকেএসএফ-এ নতুন জনবল নিয়োগ পৃষ্ঠা ১১

mK‡ji Rb¨ wkÿv mgvb m‡hvM ˆZwi KivB Avgv‡`i gj jÿ¨|

Rbve biæj Bmjvg bvwn` gvbbxq wkÿvgšx

সম্প্রতি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ‘অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ’ কার্যক্রমভুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের ‘শিক্ষাবৃত্তি’ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মেধাবী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যারা স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত তাদের বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ ২০১২ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত তালিকা যাচাই করে ১৮৭ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন ১৫,০০০/-টাকা করে মোট প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে ১লা মার্চ ২০১২ তারিখে পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে ‘শিক্ষাবৃত্তি’ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি, সভাপতি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেছেন জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পিকেএসএফ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ একজন শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন

উল্লেখ্য, বিগত দু’দশক ধরে পিকেএসএফ ২৬৯টি সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প আওতাভুক্ত উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৮৩ লক্ষ। তন্মধ্যে পিকেএসএফ প্রায় ৮ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করছে। পিকেএসএফ সম্প্রতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ ছাড়াও সমন্বিত শিক্ষাসেবা

প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চলতি বছর থেকে শিক্ষাবৃত্তি পিকেএসএফ-এর একটি চলমান কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হবে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে শিক্ষাবৃত্তির কলেবর আরও বৃদ্ধি পাবে।

wk¶v cÖZôv‡bi bvg	eÈËcÖvß wk¶v_©xi msL¨v
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৯ জন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০৬ জন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৯ জন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	০২ জন
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১১ জন
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	০২ জন
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	০২ জন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	০২ জন
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০১ জন
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১৩০ জন
মেডিকেল কলেজসমূহ	০২ জন
অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১১ জন
মোট	১৮৭ জন

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন, পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন

পিকেএসএফ-এর বিশেষায়িত কর্মসূচি 'দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)'-এর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম অন্যতম, যার প্রধান লক্ষ্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধ। দরিদ্র শিশুদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত এ শিক্ষা কার্যক্রমটি বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত ২১টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ২১টি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে একাধিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে স্থানীয় শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ২০-৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল প্রদত্ত বাড়ির পাঠ সম্পন্ন করতে সহায়তা করা হচ্ছে।

শিশু শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব শ্রেণীর জন্য সপ্তাহে ৬ দিন বিকাল ৩:০০টা হতে ৫:০০টা পর্যন্ত পাঠদান করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকারি, বেসরকারি/রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। প্রতিটি কেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণের অভিভাবকদের নিয়ে একটি 'অভিভাবক কমিটি' গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সাথে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে নিয়োজিত সমাজ উন্নয়ন কর্মী মাসে একবার সভা করেন।

'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ২১টি ইউনিয়নে ৪৭১টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে, যেখানে ৪৭১ জন শিক্ষিকা/শিক্ষক কর্তৃক ১২,৮০৬ জন ছাত্র/ছাত্রীদেরকে স্কুল প্রদত্ত বাড়ির পাঠ সম্পন্ন করতে সহায়তা করা হচ্ছে। 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির সম্প্রসারিত ১৪টি ইউনিয়নে ২৭০টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে ২৭০ জন শিক্ষিকা/শিক্ষক কর্তৃক আরও ৮,১০০ জন ছাত্র/ছাত্রীদেরকে স্কুল প্রদত্ত বাড়ির পাঠ সম্পন্ন করতে সহায়তা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

wc‡KGmGd-Gi ÔmgwׇÕ KgmwPi AvIZvq c¯ÍvweZ Ôwk¶v welqK Kvhµg©Õ

µwgK bs	ms¯'vi bvg	BDwbqb	Mvg msL¨v	wk¶v‡K›`ª	wkw¶Kv/ wk¶K	Qv΅/Qv΅x (Pjgvb)		
				মোট	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১	সিসিডিএ	ইলিয়টগঞ্জ	১৬	১৬	১৬	১৯০	২৭০	৪৬০
২	ডিএসকে	দুর্গাপুর	২৮	২৪	২৪	৩৩২	৩৬৬	৬৯৮
৩	গ্রামাউস	ফুলপুর	১৬	১৭	১৭	২২৩	২৫১	৪৭৪
৪	জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন	পায়রা	৮	১৬	১৬	১৭১	১৯২	৩৬৩
৫	জাকস ফাউন্ডেশন	ধলাহার	১৮	২৮	২৮	৩৭৫	৪২০	৭৯৫
৬	নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন	আটুলিয়া	২২	২৬	২৬	২৯২	৩৫৫	৬৪৭
৭	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	সুরমা	২৯	১৫	১৫	২০৭	১৯২	৩৯৯
৮	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি	রাণীহাটি	১৪	৩০	৩০	২৮৮	৩৩৭	৬২৫
৯	এস কে এস ফাউন্ডেশন	সাঘাটা	১০	১০	১০	১২৪	১৫০	২৭৪
১০	সংগ্রাম	পাথরঘাটা	১২	২১	২১	৩০৮	৩৩৩	৬৪১
১১	এসডিএস	কাঁচিকাটা	১৩	১৩	১৩	১৮৩	১৭৮	৩৬১
১২	শরীয়তপুর ডেভেলপমেণ্ট সোসাইটি	সাতৈর	২৭	২০	২০	২৫০	৩০০	৫৫০
১৩	এসডিআই	হরিশপুর	৯	৬	৬	৫৮	৫৭	১১৫
১৪	এসএসএস	দাইন্যা	৩২	৮	৮	৯৬	১৩০	২২৬
১৫	সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)	সোমভাগ	২১	২২	২২	২৫৫	২৪০	৪৯৫
১৬	সলিডারিটি	ঘোগাদহ	৩৪	৪৬	৪৬	৬৪২	৬৮০	১৩২২
১৭	স্যাপ বাংলাদেশ	পানপট্রি	১৫	১৮	১৮	২৫৮	২৫৭	৫১৫
১৮	টিএমএসএস	তেতলী	৪৩	৪০	৪০	৫৪১	৬২৪	১১৬৫
১৯	উদ্দীপন	পাড়ের হাট	১৮	৩৮	৩৮	৫৫৪	৫৮৬	১১৪০
২০	ওয়েভ ফাউণ্ডেশন	সীমান্ত	১৫	১৭	১৭	২১৪	২৫৬	৪৭০
২১	ইপসা	সৈয়দপুর	২২	৪০	৪০	৫৬৮	৫০৩	১০৭১
	Dc‡gvU (K)		422	471	471	6129	6677	12806
ÔmgwׇÕ KgmwPi wk¶v welqK Kvhµ‡gi AvIZvq m¤cªmvwiZ 14wU BDwbq‡b ¯'‡ji msL¨v Ges m¤ve¨ Qv΅/Qv΅xi msL¨v								
২২	ইএসডিও	আওলিয়াপুর	১৫	১৫	১৫	০	০	৪৫০
২৩	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র	শশড়া	১৯	১৯	১৯	০	০	৫৭০
২৪	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)	গাবতলী	১২	১২	১২	০	০	৩৬০
২৫	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)	আছলামপুর	৯	৯	৯	০	০	২৭০
২৬	আইডিএফ	ওয়াগ্গা	৩৫	৩৫	৩৫	০	০	১০৫০
২৭	মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)	ঘোরজান	২২	২২	২২		০	৬৬০
২৮	দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)	কুতুবপুর	২১	২১	২১	০	০	৬৩০
২৯	উন্নয়ন, খুলনা	জলমা	৩৬	৩৬	৩৬	০	০	১০৮০
৩০	পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি	লকুশালী	৭	৭	৭	০	০	২১০
৩১	প্রিজম বাংলাদেশ, ঢাকা	চরমটুয়া	৬	৬	৬	০	০	১৮০
৩২	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)	গোপদিঘী	২১	২১	২১	০	০	৬৩০
৩৩	কারসা	আলীনগর	১৩	১৩	১৩	০	০	৩৯০
৩৪	পিদিম ফাউন্ডেশন	লছমনপুর	১৮	১৮	১৮	০	০	৫৪০
৩৫	হীড বাংলাদেশ	পাঁচগাও	৩৬	৩৬	৩৬	০	০	১০৮০
	Dc‡gvU (L)		270	270	270	0	0	8100
	Dc‡gvU (K+L)		692	741	741	6129	6677	20906

Dbq‡b bvix : wc‡KGmGd-Gi fwgKv

গত ১৫ই মার্চ, ২০১২ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) -এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব সেলিনা শরীফ। সেমিনারে ১৭টি সহযোগী সংস্থার নারী নির্বাহী প্রধান, ৮ জন নারী প্রধান পরিচালিত সহযোগী সংস্থাসমূহের নারী প্রতিনিধি, ১০টি সহযোগী সংস্থার পুরুষ নির্বাহী প্রধান, ১৮টি সহযোগী সংস্থার নারী উপকারভোগী, খওঋঞ-কার্যক্রমভুক্ত ২ জন উপকারভোগী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, সাধারণ পর্ষদের সদস্য জনাব মাজেদা শওকত আলী, পিকেএসএফ- এর বিভিন্ন স্তরের সকল নারী কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয় জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. জসীম উদ্দিনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপনপর্ব শেষে একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে পল্লী এলাকার বিত্তহীন-ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের মাঝে পুঁজি সরবরাহ করে আসছে। বর্তমানে পিকেএসএফ আর্থিক পরিষেবার বৈচিত্রায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের অর্থ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ তাঁর "নারী উন্নয়ন ভাবনাঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য অভিন্ন পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মনে করেন, বর্তমান অবস্থার ফলপ্রসূ উন্নয়নের জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও মানসিকতার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। সকলক্ষেত্রে নারীকে শোষণ এবং বঞ্চনা থেকে রক্ষা করতে অংশগ্রহণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

জনাব সেলিনা শরীফ "নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর' ২০১১ পর্যন্ত মোট ৪.২ মিলিয়ন জন উপকারভোগীর মধ্যে ৩.৮ মিলিয়ন জন অর্থাৎ ৮৯.৪৩% উপকারভোগী নারী। নগর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ডিসেম্বর' ২০১১ পর্যন্ত মোট ০.৭ মিলিয়ন জন উপকারভোগীর মধ্যে ০.৬ মিলিয়ন জন অর্থাৎ ৯৬% উপকারভোগী নারী। ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ডিসেম্বর' ২০১১ পর্যন্ত ৩৭১ হাজার জন উপকারভোগীর মধ্যে ২৪৬ হাজার জন ৬৬.০৯% উপকারভোগী নারী। অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণের আওতায় ডিসেম্বর' ২০১১ পর্যন্ত মোট ৫২৯ হাজার জন উপকারভোগীর মধ্যে ৫২৮ হাজার জন অর্থাৎ ৯৯.৮১% উপকারভোগী নারী এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। পিকেএসএফ বর্তমানে মোট ৬.৬ মিলিয়ন জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা দিচ্ছে, যার মধ্যে ৫.৮ মিলিয়ন জন অর্থাৎ ৮৯.৭৪% উপকারভোগী নারী।

সেমিনারে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে, পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার বিশ বছরের সফল অভিজ্ঞতা রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষণীয় যে, একজন নারী ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতা সবসময় গৃহীত ঋণ দ্বারা পরিচালিত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন না। তবে নারী ঋণ গ্রহীতারা এখন তাঁদের অধিকার সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অধিক সচেতন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রাধান্য পাচ্ছে। উপকারভোগী নারী সদসদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

ভবিষ্যতে পিকেএসএফ তার এ যাবৎ কালের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে নারীদের লক্ষ্যভুক্ত করে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থ প্রবাহ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, মূল্যবোধ, সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রহণের স্বাধীনতাসহ মানব উন্নয়নে কাজ করে যাবে বলে সকলে আশা প্রকাশ করেন।

সেমিনারে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের আলোচনার প্রেক্ষিতে নারী উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখা এবং নারীদের শ্রম অধিকার ও শ্রম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের পক্ষ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- দারিদ্র্য নিরসনে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের আওতায় নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ এবং তাঁদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ; পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য কার্যক্রমে স্বাস্থ্যসেবী হিসেবে শুধুমাত্র নারীদের নিয়োগ প্রদান; শিক্ষা কার্যক্রমে বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অগ্রাধিকার প্রদান; প্রতি বছর পিকেএসএফ-এর উপকারভোগীদের মধ্য হতে সফল নারী উদ্যোক্তাদের সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান; প্রতি বছর পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার যে সকল নারী নির্বাহী পরিচালক রয়েছেন তাঁদের চবৎভড়ৎসধহপব অধিৎফ প্রদান; নারী প্রধান সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে একটি "ফোরাম" গঠন এবং সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে নারী কর্মীদের জন্য আচরণ বিধিমালা প্রস্তুতকরণ। অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন যে, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষত নারীদের সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা এবং অসমতা থেকে মুক্তির মধ্য দিয়ে মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং সকলকে মানবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই পিকেএসএফ-এর মূল লক্ষ্য এবং এইলক্ষ্যে সকলকে একসাথে এগিয়ে যেতে হবে। সবশেষে তিনি অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Ômg„×Ô Kgm~Pi m¤cÖmviY

সম্প্রতি পিকেএসএফ ১৪টি ইউনিয়নে 'দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নতুন ১৪টি সংস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের সামাজিক উন্নয়নে প্রমাণিত অবদান, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা, পিকেএসএফ সমর্থিত ঋণ কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সংশ্লিষ্টতা ও অবদান, প্রধান নির্বাহীর বহুমুখী কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় অমলিন রেকর্ড প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত নতুন ইউনিয়নসমূহের তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

µ.	mn‡hvMx ms¯'vi bvg	wefvM	‡Rjv	Dc‡Rjv/ _vbv	wbewPZ BDwbqb
১	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	‡Mvc`xwN
২	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোস্যাল অ্যাকশন (কারসা)	ঢাকা	মাদারীপুর	কালকিনি	AvjxbMi
৩	পিদিম ফাউন্ডেশন	ঢাকা	শেরপুর	শেরপুর সদর	jQgbci
৪	পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	টুংগীপাড়া	Kkvjx
৫	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউণ্ডেশন (IDF)	চট্টগ্রাম	রাঙামাটি	কাপ্তাই	Iqv¹v
৬	প্রিজম বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	PigUqv
৭	মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	‡NvoRvb
৮	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)	রাজশাহী	বগুড়া	গাবতলী	MveZjx
৯	দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)	খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	KZeci
১০	উন্নয়ন	খুলনা	খুলনা	বটিয়াঘাটা	Rjgv
১১	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)	বরিশাল	ভোলা	চরফ্যাশন	AvQjvgci
১২	হীড বাংলাদেশ	সিলেট	মৌলভীবাজার	রাজনগর	cvPMvI
১৩	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)		ঠাকুরগাও	ঠাকুরগাঁও সদর	AvDwjqvci
১৪	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)	রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	kkov

এ প্রেক্ষিতে, ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত নতুন ১৪টি ইউনিয়নসহ মোট ৩৫টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সাথে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ; উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের; উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন; মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব গোলাম তৌহিদসহ পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও সমন্বয়কারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাঁদের বক্তব্য প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর উপ মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, অগ্রগতি ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন। মুক্ত আলোচনা পর্বে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের চেয়ারম্যানগণ সমৃদ্ধি কর্মসূচি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা, বিগত সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন পরামর্শ ব্যক্ত করেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন, পিকেএসএফ এর সভাপতি
জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সমাপনী বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন যে, সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নে চেয়ারম্যানগণের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে তা প্রমাণ করে যে, তাঁদের সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত সঠিক এবং সময়োপযোগী। উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর পক্ষে একটি ইউনিয়নের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, পিকেএসএফ ভেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং নদী শাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে পারবে না, কিন্তু সবাই মিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী উপস্থাপনের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। তিনি বলেন, এলাকার উন্নয়নের জন্য সাঁকো, কালভার্ট, নলকূপ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিন ইত্যাদি স্থাপন এই কর্মসূচির আওতায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র পরিবারের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন সম্ভব নয় বরং এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন। তাই এ কর্মসূচির আওতায় পরিবারকেন্দ্রিক ও কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে পরিবার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায়। পরিশেষে তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

wc‡KGmGd-Gi DaŸZb KgKZve‡›`i mn‡hvMx ms¯v cwi`kb

ÔcZ¨vkxÕi Kgx mgv‡ek

বৃহত্তর চট্টগ্রামে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা 'প্রত্যাশী'র বার্ষিক কর্মী সমাবেশ বিগত ৪-৬ই জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে কক্সবাজারের হোটেল সিলভার শাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন। ড. জসীম উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'প্রত্যাশী'র বড় অর্জন হলো, ২টি শাখা থেকে বর্তমানে ৪১টি শাখায় ৭০ হাজার সংগঠিত সদস্যদের মধ্যে কার্যক্রম সম্প্রসারণ। কর্মী সমাবেশে দক্ষ কর্মীদের স্বীকৃতি প্রদানকে উৎসাহিত করে তিনি বলেন যে, সংগঠনের মাঠকর্মীরাই সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি। ভবিষ্যতে আরো বেশিসংখ্যক কর্মীকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, কর্ম-পরিবেশ যদি সমৃদ্ধ হয় এবং সংগঠনের সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যদি অটুট থাকে তাহলে সংস্থা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, পাশাপাশি সমাজে গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পাবে। ।

'প্রত্যাশী'র বার্ষিক কর্মী সমাবেশে উপস্থিত পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন ও উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তাবন্দ

তিনি ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচিকে আরো জনবান্ধব করা ও সংগঠিত সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংগঠিত সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সহায়তার হাত বাড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সংগঠিত দরিদ্র সদস্যদের যে সকল ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ সহায়তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, কর্মসূচিতে বৈচিত্রতা ও বহুমাত্রিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য পিকেএসএফ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। তিনি কৃষিঋণ কর্মসূচি আরো সম্প্রসারণ করার জন্য সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী তহবিল সরবরাহের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি প্রত্যাশীর বর্তমান কার্যক্রমের গুণগত মানের প্রশংসা করে এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য প্রত্যাশীর সকল কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

Ôcjøx cMwZ mnvqK mwgwZÕi gnvm‡¤§jb

বিগত ৫ই জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি (পিপিএসএস)-এর মহাসম্মেলনে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব গোলাম তৌহিদ। ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, মহাসম্মেলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা সংস্থার কৃতিত্বের দাবীদার।

পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি'র সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে

তিনি বলেন, তৃণমূল সদস্যরা যে ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল পিপিএসএস। আজকের অনুষ্ঠানে সদস্যদের স্বত:স্ফূর্ত উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন করা সম্ভব তা অন্যান্য সংস্থার জন্য পিপিএসএস-এর একটি অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে পিপিএসএস-কে সকল প্রকার সহযোগিতা এবং সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

ÔGbwWc ‡WÕ 2012

গত ২৬শে জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার বাগবাড়ী শহীদনগরে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)'র আয়োজনে 'এনডিপি ডে' ২০১২ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মী ও জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে পিকেএসএফ-এর সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব গোলাম তৌহিদ উপস্থিত ছিলেন।

'এনডিপি-ডে' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন, পিকেএসএফ-এর সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পিকেএসএফ-এর সভাপতি বলেন, মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য - ৫টি মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সংবিধানে সকলের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে। জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সামনে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিতে হবে। তিনি বলেন, মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং অসংখ্য সমাজকে একটি অভিন্ন সমাজে রূপান্তর করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ২০১০ সালে প্রণীত নতুন শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হলো, পথ শিশু, চরাঞ্চলের শিশু, পল্লীর শিশু, শহরের শিশু সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমসুযোগ সৃষ্টি। এই শিক্ষানীতির সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। জনাব কাজী খর্লীকুজ্জামান আহমদ এনডিপি'র কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বলেন, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এনডিপি দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করছে।

ÔmRvMÕ-Gi KlK mgv‡ek

গত ৩রা মার্চ সহযোগী সংস্থা 'সজাগ' কর্তৃক আয়োজিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ফাউণ্ডেশনের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন; উপ মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা এবং জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। এদেশের অধিকাংশ লোক ভূমিহীন, যাঁরা কৃষিতে শ্রম দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষুদ্রচাষী নিজেদের জমি চাষ করেন, একইসাথে অন্যের জমিতে নিজেদের শ্রমও বিক্রি করেন। কৃষি উন্নয়নে কৃষি শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কৃষি, কৃষক, কৃষি শ্রমিক – এই তিনের সমন্বয়ে দেশের কৃষিখাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে দেশের কৃষিখাতের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে, কৃষক কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। অনেক সময় কৃষক কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ খরচ করেন, কৃষি পণ্য বিক্রি এবং নিজেরা ভোগ করে খাদ্য বাবদ যে খরচ সাশ্রয় হয়, তার যোগফল উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে কম হয়। এই সমস্যা অব্যাহত ভাবে চলতে পারে না। এর কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, পুষ্টিহীনতা বেড়ে গেছে, পুষ্টিহীনতা যদি বেড়ে যায় তাহলে খাদ্য নিরাপত্তা কার্যকর হয় না। কাজেই খাদ্যের গুণগত মানের দিকে নজর দিতে হবে এবং কৃষি-বান্ধব সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। স্থানীয় জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সজাগের মতো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

'সজাগে'র কৃষক সমাবেশে পিকেএসএফ সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক

তিনি আরো বলেন, মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সজাগসহ পিকেএসএফ-এর অন্যান্য সহযোগী সংস্থাও এই লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, একটি পরিবারের টেকসই উন্নয়ন হতে হলে সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। যারা অতিদরিদ্র, যাদের সম্পদ নেই, তাদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করতে হবে। টেকসই উন্নয়নের পথে যেতে হলে সকলের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে, যার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সচেতনতা।

ÔÔI‡qf dvD‡ÛkbÕÕ-Gi wØevwlK m‡¤§jb

বিগত ২৪শে মার্চ, ২০১২ তারিখে ''ওয়েভ ফাউণ্ডেশন''-এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ প্রধান অতিথি হিসেবে এবং ফাউণ্ডেশনের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মেসবাহুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি মহোদয় সংস্থার লিফট প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের ছাগল পালনের কয়েকটি ক্লাষ্টার, ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় কয়েকটি চাতালের প্রকল্প এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন "সমৃদ্ধি" কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

ওয়েভ ফাউণ্ডেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে পিকেএসএফ সভাপতি এবং উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনীর জন্য ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে একটি স্থায়ী প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃকার্যক্রম প্রদর্শনের (Exposure Visit) ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন সংস্থার মৌসুমী, কৃষি, ক্ষুদ্রউদ্যোগ কার্যক্রমের সফলতা ও কারিগরি বিষয়ক প্রদর্শনী ফলপ্রসূ হতে পারে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন।

ÔwcGg‡KÕ-Gi KgRxwe gwnjv †nv‡÷j D‡Øvab

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী (পিএমকে)'র উদ্যোগে নির্মিত হলো গার্মেন্টস-এর মহিলা শ্রমিকদের জন্য কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল। গত ২৭শে মার্চ, ২০১২ তারিখে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত হোষ্টেলের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন।

'পিএমকে' কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন

অনুষ্ঠানে ড. জসীম উদ্দিন পিএমকে-এর সাথে পিকেএসএফ-এর সম্পৃক্ততা, পিকেএসএফ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পিএমকে-এর কার্যক্রমের উপযোগিতা, পিকেএসএফ-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিএমকে-এর প্রচেষ্টা তথা দারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ ও এনজিওসমূহের সময়োপযোগী কার্যক্রমের বাস্তবভিত্তিক চিত্র তুলে ধরেন। পিএমকে একটি ভিন্নধর্মী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তিনি পিএমকে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, পিএমকে যাঁদের নিয়ে কাজ করে তাঁদের অধিকাংশই মহিলা এবং তাঁরা প্রায় সকলেই সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পিএমকে দারিদ্র্য বিমোচনে আরও ব্যাপকভাবে কাজ করে যাবে।

fvi‡Zi ¶`exgv LvZ msµvšÍ ‡mwgbvi

ক্ষুদ্রবীমার উপর পিকেএসএফ-এর অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের ক্ষুদ্রবীমার খসড়া বিধি-বিধান প্রণয়নে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার সহায়ক অংশ হিসেবে ২৫শে মার্চ, ২০১২ তারিখে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব ভবনে Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP) 'Evolution of Microinsurance Sector of India with Focus on the Regulatory Environment' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন পিকেএসএফ-এর উপ মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের বীমা রেগুলেটরী ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আইআরডিএ) সাবেক মহাপরিচালক ড. ডি. ভি. এস. শাস্ত্রী। ড. শাস্ত্রী ভারতের ক্ষুদ্রবীমার বিধি-বিধান প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া ভারতের চলমান ক্ষুদ্রবীমার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করেন, ভারতের মাইক্রোসেভ সংস্থার সিনিয়র এনালিস্ট জনাব প্রেমাশীষ মুখার্জী। সেমিনারে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছাড়াও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক বীমা কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ড. শাস্ত্রীকে বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি ভারতে ক্ষুদ্রবীমার অগ্রগতির বিষয়টি সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন এবং বাংলাদেশের ক্ষুদ্রবীমা সেবার ধরন ও পিকেএসএফ-এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করেন।

সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন, ভারতের বীমা রেগুলেটরী ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আইআরডিএ) সাবেক মহাপরিচালক ড. ডি. ভি. এস. শাস্ত্রী

ড. ডি. ভি. এস. শাস্ত্রী তাঁর আলোচনায় নিম্নআয়ভুক্ত পরিবারের সংজ্ঞা, ক্ষুদ্রবীমার সংজ্ঞা, ভারতের বীমা এবং ক্ষুদ্রবীমার ইতিহাস, ক্ষুদ্রবীমা বিধি-বিধান ২০০৫ এবং এ সংক্রান্ত তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। উপস্থাপনা শেষে, অতিথিগণ সেমিনারের অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পরিশেষে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

¶`exgvi Pwn`v I evRvi chv‡jvPbv Rwic

ডিআইআইএসপি (DIISP) -এর আওতাধীন ক্ষুদ্রবীমার চাহিদা ও বাজার পর্যালোচনা জরিপ কার্যক্রমটি সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় সর্বমোট ২৭,০০০ পরিবারের মধ্য থেকে দৈব নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে বাছাইকৃত ৩,৫০০ পরিবারের উপর এই জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে শহর, উপ-শহর, উপকূলবর্তী এলাকা, চর, হাওর, গ্রাম প্রভৃতি এলাকা জরিপ কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১১ সালের মে মাসে শুরু হওয়া এই জরিপ কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড ডিসেম্বর ২০১১ সালে সমাপ্ত হয় এবং তথ্য পরিবীক্ষণ ও পরিমার্জন শেষে ২০১২ সালের মার্চ মাসে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। জরিপ কাজটি পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন অভিজ্ঞ পরামর্শক এবং কানাডার কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মঈনুল আহসান।

তিনটি ভাগে এই জরিপ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ঃ ক্ষুদ্রবীমার চাহিদা নিরূপণে খানা জরিপ, ক্ষুদ্রবীমা সেবা ক্রয়ে আন্তরিক এমন ধরনের খানা জরিপ এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোগত জরিপ। পরিবারের তথ্য, সংকট, সংকট মোকাবেলার ধরন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য, পরিবারের আয়-ব্যয়ের তথ্য, ভোগের তথ্য, সম্পদের বিবরণ, কৃষির বিস্তারিত তথ্যাদি খানা জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ১,৭৫০টি পরিবারের মধ্যে "ক্ষুদ্রবীমা সেবা ক্রয়ে আন্তরিক এমন ধরনের খানা জরিপ" কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মডেল ব্যবহার করে 'ডরষষরহমহবংং ঃড় চধু' সংক্রান্ত জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমাসেবার ধরন উন্নয়নে ভিন্ন একটি জরিপের মাধ্যমে গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও তাদের অবকাঠামোগত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর শতকরা ২৭% তরুণ (বয়স ১৫ - ২৯), ৬২% কর্মে নিয়োজিত জনশক্তি (বয়স ১৫-৬৪) এবং ৩৮% অন্যের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (বয়স ১৪ বছরের নীচে এবং ৬৪ বছরের উপরে)। জরিপকৃত এলাকাগুলোর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় চরাঞ্চলে অতিদরিদ্রের হার সবচেয়ে বেশি (৮০%), যা দ্বীপাঞ্চলে ৫৪%, উপকূলবর্তী এলাকায় ৪১% এবং হাওর এলাকায় ২৮%।

কর্মশালায় উপস্থিত পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জরিপ সমন্বয়কারী ড. সৈয়দ মঈনুল আহসান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১০ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ব্যবহারকৃত কৌশলের মাধ্যমে জরিপে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। জরিপ থেকে আরো জানা যায়, গড়পড়তা শতকরা ১৮% পরিবার ফসলহানি সংক্রান্ত সংকটে নিমজ্জিত। গবাদিপশু মৃত্যুজনিত

সংকট, সম্পদহানি সংক্রান্ত সংকট এবং পরিবারের সদস্যের মৃত্যুজনিত সংকটের পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৬৮%, ৭.২৬% এবং ৬.৫০%। এছাড়া স্বাস্থ্যহানি সংক্রান্ত সংকট সবচেয়ে বেশি, যার পরিমাণ গড়ে শতকরা ৪১%। এ ধরনের সংকট মোকাবেলায় গত দু'বছরে একটি পরিবারকে গড়ে প্রায় ১০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে।

সাধারণত এধরনের সংকট মোকাবেলায় পরিবারগুলো তাদের নিয়মিত আয় এবং সঞ্চয় হতে ব্যয় বহন করে, তবে চর এবং অনুন্নত এলাকাতে প্রায় ৪২% পরিবারগুলোকে এধরনের সংকট মোকাবেলায় তাদের গবাদিপশুসহ অন্যান্য সম্পদ বিক্রির অর্থ ব্যবহার করতে হয়েছে। শতকরা ২৫% পরিবার জানিয়েছে, তারা এধরনের সংকট মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া জরিপের লক্ষ্যভুক্ত প্রায় সকল পরিবার জানিয়েছে তারা কোন প্রকার বাণিজ্যিক বীমা বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়, যা দিয়ে তারা কোন ধরনের সংকট মোকাবেলা করতে পারে।

উল্লেখ্য, জরিপের প্রশ্নমালা তৈরি থেকে শুরু করে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনায় পরামর্শক এবং তাঁর টিমকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের নিজস্ব ভবনে একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাগুলোতে ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদানের মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম এবং এর প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধশালী করেছেন।

FEDEC-Gi Mj`v wPswoi n¨vPwi ¯vcb kxlK f¨vj ‡PBb Dbqb cKí MnY

কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, মুরাদনগর ও তিতাস উপজেলার প্লাবনভূমিতে সাধারণ মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ প্রচলন করতে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা সিসিডিএ 'প্লাবনভূমিতে প্রচলিত মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প' নামে একটি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। গলদা চিংড়ি চাষের প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের ফলে প্লাবনভূমিতে অন্যান্য মাছের উৎপাদন ব্যাহত না করে গলদা চিংড়ি উৎপাদন করে মৎস্যচাষীদের আয় বৃদ্ধিতে এ প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। ফলে গলদা চিংড়ি চাষে আগ্রহী মৎস্যচাষীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে গলদা চিংড়ির পিএল (পোস্ট লার্ভা) সরবরাহ না থাকা প্লাবনভূমিতে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়। এ প্রেক্ষিতে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে স্থানীয়ভাবে পিএল উৎপাদন ও সরবরাহের জন্যে পিকেএসএফ Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় একটি হ্যাচারি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা সিসিডিএ 'গলদা চিংড়ির হ্যাচারি স্থাপন প্রকল্প' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ফাউণ্ডেশনের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা, যার মধ্যে প্রায় এক কোটি তিন লক্ষ টাকা পিকেএসএফ অনুদান হিসেবে প্রদান করবে এবং অবশিষ্ট টাকা সহযোগী সংস্থা নিজস্ব তহবিল হতে যোগান দেবে। প্রকল্পটি গলদা চিংড়ি সাব-সেক্টর বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় মৎস্যচাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

সহযোগী সংস্থা সিসিডিএ-র সাথে চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

wc‡KGmGd ¯v¶wiZ Pw3

• বিগত ২৯শে জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স এণ্ড সার্ভিসেস (মাইডাস)-এর মধ্যে FEDEC প্রকল্পের আওতায় মধ্য মেয়াদী ফলাফল জরিপ (Mid term Outcome Survey) পরিচালনার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে ড. জসীম উদ্দিন, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন এবং পিকেএসএফ ও মাইডাস-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন এবং পিকেএসএফ ও সাজেদা ফাউণ্ডেশন-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবন্দ

• বিগত ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সাজেদা ফাউণ্ডেশন-এর মধ্যে চজওগউ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র উপকারভোগীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে পল্লী প্যারামেডিক/পল্লী চিকিৎসকদের ৪টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর

পক্ষে ড. জসীম উদ্দিন, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

- পিকেএসএফ-এর সার্বিক কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশনের লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য বিগত ৪ঠা মার্চ, ২০১২ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং জনাব আমিনুল হক-এর মধ্যে "The Business Process of PKSF for Implementing an Integrated Information System having Workflow Management System (WMS) and Document Management System (DMS)" শীর্ষক সমীক্ষা করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে ড. জসীম উদ্দিন, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন ও উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

cwk¶Y I wk¶vmdi

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার জন্য দেশে ও বিদেশে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। জানুয়ারি-মার্চ ২০১২ সময়কালে পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা পিকেএসএফ ভেন্যুতে এবং দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ কোর্স ও শিক্ষাসফরের আয়োজন করেছে।

mn‡hvMx ms¯vmg‡ni KgKZv‡`i Rb¨ ‡`‡ki Af¨šÍixY cwk¶Y

wc‡KGmGd ‡fb¨‡Z AbwôZ cwk¶Y ‡Kvmmgn

¶`FY e¨e¯vcbv

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ১৫৮টি সহযোগী সংস্থার মোট ২১৩ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন, পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন

Z`viwK I cwiex¶Y

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য 'তদারকি ও পরিবীক্ষণ' বিষয়ক মোট ২টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ৩২টি সহযোগী সংস্থার মোট ৪২ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

ewntcwk¶Y ‡fb¨‡Z AbwôZ cwk¶Y ‡Kvmmgn

`jxq MwZkxjZv, mÂq I FY e¨e¯vcbv

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠকর্মীদের জন্য 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ১৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ৮৭টি সহযোগী সংস্থার মোট ৪১৪ জন মাঠকর্মী এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ এসডিএস, শরীয়তপুর; প্রত্যাশী, চট্টগ্রাম; সোপিরেট, লক্ষ্মীপুর; সিডিএফ, ঢাকা; জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, যশোর; ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও; জিবিকে, দিনাজপুর; পিএমকে, ঢাকা; এনডিপি, সিরাজগঞ্জ; দিশা, কুষ্টিয়া এবং সৃজনী বাংলাদেশ, ঝিনাইদহ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

wnmve I Aww_K e¨e¯vcbv

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের হিসাবরক্ষকদের জন্য 'হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক মোট ৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ৬৯টি সহযোগী সংস্থার মোট ১৪৫ জন মাঠ পর্যায়ের হিসাবরক্ষক এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ডিকে ফাউন্ডেশন, ঢাকা; ধরিত্রী ফাউন্ডেশন, ঢাকা এবং সিডিএফ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

¶`D‡`¨vM e¨e¯vcbv Ges FY weZiY

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য 'ক্ষুদ্রউদ্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ বিতরণ' বিষয়ক মোট ৪০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। ২০৪টি সহযোগী সংস্থার ৯২৭ জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে ৭টি প্রশিক্ষণ ভেন্যু স্যাপ-বাংলাদেশ, ঢাকা; ডিকে ফাউন্ডেশন, ঢাকা; উদ্দীপন, ঢাকা; সিডিএফ, ঢাকা; পিএমইউকে, ঢাকা; পিএমকে, ঢাকা এবং ধরিত্রী ফাউন্ডেশন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

wc‡KGmGd Kvhvj‡q wk¶vmdi

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার জন্য পিকেএসএফ তথা বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমসমূহের উপর এক্সপোজার-কাম-স্টাডি ভিজিটের আয়োজন করে। জানুয়ারি-মার্চ ২০১২ সময়কালে এ ধরনের ২টি এক্সপোজার-কাম-স্টাডি ভিজিট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সফররত কিরগিজস্তানের প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় করছেন পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জসীম উদ্দিন

- কিরগিজস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি Ms. Otunbaeva Roza Isakovna-এর নেতৃত্বে ১৭ জন মাইক্রোফাইন্যান্স পেশাজীবীর একটি টীম ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১২ তারিখে পিকেএসএফ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন।
- ৩রা জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে উঅওইঅঘঅ, চীন থেকে ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল পিকেএসএফ পরিদর্শন করেন।

wc‡KGmGd-Gi FY Kvhµ‡gi wPÎ

FY weZiYt wc‡KGmGd-mn‡hvMx ms¯’v

বিগত জুলাই ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১২ সাল পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় মোট ১৩৫৮৩.৩০ মিলিয়ন টাকা এবং প্রকল্পের আওতায় ২৬৫.৬০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ হতে ২৭০টি সহযোগী সংস্থায় ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১২৭৪২৩.১২ মিলিয়ন টাকা, ঋণস্থিতি ৩২০৭৩.০১ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.৪৮ ভাগ। নিম্নে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

KgmwP/cKí	µgcwÄfZ FY weZiY (wgwjqb UvKvq)	FYw¯wZ (wgwjqb UvKvq)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)*	১১৩৪৩৪.৯৪	২৯৭৮৩.২৯
প্রকল্পসমূহ**		
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট (পিকেএসএফ হতে সহ, সংস্থা)	১৯০.৩০	১১৫.৬৯
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৪৮.৫২	৩৯.৯২
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৪৫৭.৪১
আরইডিপি-ইসিএল	১৩.০৫	০.০০
আরইডিপি-এমসি	৩১.৭৭	০.০০
ইফরাপ	১১২২.৫০	২২৪.৩৪
ইফাদেপ-১	৭১.২০	০.১৮
ইফাদেপ-২	১৪.৩০	০.০০
এমবিএ	১৪.০০	০.০০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
এমএফটিএসপি	২৫৮৮.৩০	৫০৪.২৫
এসআরএলপি	৪৯১.৬৫	০.০০
এমএফএমএসএফপি	৩৫৮০.৬০	৯৪৪.৯০
এমএফটিএসপি (আইডি)	২৪.৪৭	২.০৩
এমএফএমএসএফপি (আইডি)	১০.৮৮	০.৪৫
cKímgn (‡gvU)	13988.19	2289.73
me‡gvU	127423.12	32073.01

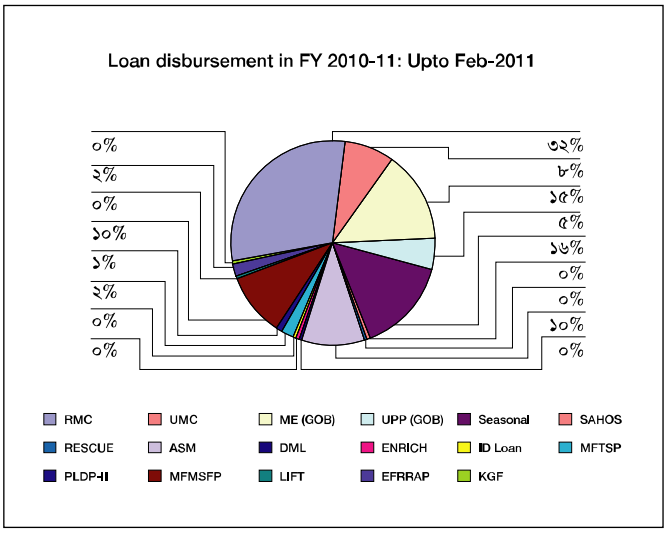

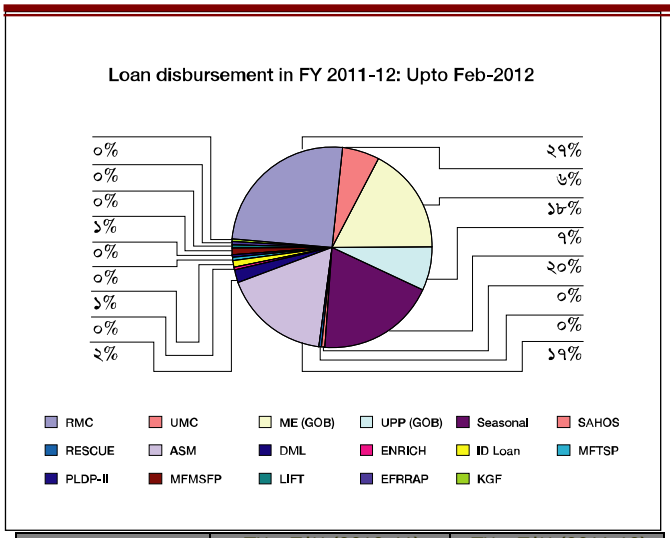

Kvhµg/cKí	FY weZiY (2010-11) ‡deæqwi 2011 chšÍ (wgwjqb UvKvq)	FY weZiY (2011-12) ‡deæqwi 2012 chšÍ (wgwjqb UvKvq)
গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	৩৬২৯.৬৫	৩৮০১.২০
নগর ক্ষুদ্রঋণ	৮৭৪.৮০	৮৫৮.০০
ক্ষুদ্রউদ্যোগ	১৭০৪.৫০	২৫১১.০০
অতিদরিদ্র	৬১০.৪০	৯৩২.৯০
মৌসুমী	১৮৫৮.৪০	২৭৭৭.৭০
ডিএমএল	০.০০	২৯০.১০
কৃষি ঋণ	১০৯৫.৯০	২৩৬২.৪০
প্রাতিষ্ঠানিক	১৬.৫৬	০.০০
এমএফটিএসপি	২৩৪.০০	৭০.৫০
পিএলডিপি-২	১০৬.০০	০.০০

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী	১১২১.৫০	১৪০.৫০
লিফট	৩৯.৩৭	৫৪.৬০
ইফরাপ	১৭৩.০০	০.০০
সাহস	০.০০	০.০০
রেসকিউ	১০.০০	০.০০
সমৃদ্ধি	০.০০	০.০০
কেজিএফ	০.০০	৫০.০০
‡gvU	11474.08	13848.90

FY weZiY: mn‡hvMx ms¯v ÑFYx m`m¨

২৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে প্রাপ্ত তহবিল থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে ৬.৫৬ মিলিয়ন সদস্যদের মধ্যে মোট ৭৫৩.২৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। তন্মধ্যে শতকরা ৯০.৮৮ ভাগ সদস্য মহিলা। সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯.২০১ ভাগ।

wc‡KGmGd Gi bZb mn‡hvMx ms¯v

বর্তমানে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সর্বমোট ২৬৯টি, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করছে। নতুন এনজিও বা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ পিকেএসএফ-এর একটি অন্যতম কর্মকাণ্ড। জানুয়ারি ২০১২ হতে মার্চ ২০১২ সময়কালের মধ্যে পিকেএসএফ পরিবারে একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

iæivj ‡nj_ GW‡Kkb GÐ ‡µwWU AMvbvB‡Rkb (wi‡Kv)

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৭৩তম সভায় ঝিনাইদহ জেলার একটি স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অনুমোদন প্রদান করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা এবং মাগুরা জেলার ৮টি উপজেলার ৩৪টি ইউনিয়নের ১৮৯টি গ্রামে বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠানটির ঋণস্থিতির পরিমাণ বর্তমানে ২৯.২৬ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৪১২৬ জন। প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৩৬৬টি সমিতিতে মোট ৪৯৭৪ জন সদস্যকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং সদস্যদের সঞ্চয়স্থিতি বর্তমানে ১০.২৮ মিলিয়ন টাকা। প্রতিষ্ঠানটি এযাবৎ মোট ৪৯৯.৫৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯.৮৭ ভাগ। জনাব আশরাফ উদ্দীন আহম্মেদ প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক।

জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো)-এর প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করছেন

wc‡KGmGd-G bZb Rbej

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ জন্মলগ্ন হতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পিকেএসএফ-এর পরিবর্ধিত এবং সম্প্রসারিত কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা/বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণকে নিয়োগ প্রদান করেছে।

জনাব জেসমিন আরা, বি.এস.সি.এজি (অনার্স), শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; মোস্তাফিজুর রহমান, এম.বি.এ (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; গাজী মুনতাসীর নোমান, এম.বি.এ (মানব সম্পদ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাদিয়া শহীদ, এম.এস.এস (নৃ-বিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; নুর মোহাম্মদ, এম.বি.এ (ব্যাংকিং), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আতাউল গণি ওসমানী, এম.বি.এ (এমআইএস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ ফরহাদ সরদার, এম.এস.এস (লোক প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সুবীর নাথ চৌধুরী, এম এস (মৎস্য ব্যবস্থাপনা), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; গোলাম জিলানী, এম.এস.এস (সমাজ কর্ম), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ রাজীব-উর-রহমান, এম.এস.এস (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ মজনু সরকার, এম.এস (এনিম্যাল সাইন্স), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ শাহরিয়ার হায়দার, এম.এস (পোল্ট্রি সাইন্স), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; অভিজিৎ কুমার দাস, এম.বি.এ (ফিন্যান্স), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; আবু হায়াৎ মোঃ রাহাত হোসেন, এম.এস.সি (পরিসংখ্যান), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; এ.এম ফরহাদুজ্জামান, এম.এস.সি (ফিশারিজ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ আলমগীর হোসেন, এম.বি.এ (এমআইএস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; শাম্মা লাবিবা অর্ণব, এম.বি.এ (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ গোলাম মোরশেদ হোসেন, এম.এস.এস (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ ফয়েজ, এম.বি.এ (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

wc‡KGmGd-Gi msw¶ß cwiwPwZ

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি জন্মলগ্ন হতে পিকেএসএফ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ প্রতিনিয়ত পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করছে।

wc‡KGmGd-Gi eZgvb cwiPvjbv cl` wbgi¦c:

- জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি
- ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, সদস্য (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)
- ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, সদস্য
- জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ, সদস্য
- ড. এম.এ. কাশেম, সদস্য
- ব্যারিষ্টার নিহাদ কবীর, সদস্য
- ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী, সদস্য

m¤úv`bv cl`

উপদেষ্টা : ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ সদস্য : জিসান আফরিন শারমিন মৃধা	সম্পাদক : ড. জসীম উদ্দিন নির্বাহী সম্পাদক : একেএম নুরুজ্জামান

wc‡KGmGd wbDR‡jUvi

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
প্লট: ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩, ৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org

বুক পোষ্ট